দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

20 Jan

প্রশ্নপত্র ফাঁসের জের॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাসপেন্ড

গাজীপুর, ৩ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দায়িত্বে অবহেলার কারণে গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে বৃহস্পতিবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এফসর শের মোহাম্মদকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে সাত কর্মদিবসের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কর্তব্যে অবহেলা আছে কিনা তা যাচাই করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। এদিকে একাধিক সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে সম্প্রতি ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় খাতা বিতরণ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে তদন্তাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ডিগ্রী) পাস শাখার মোঃ আব্দুল হামিদকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের চুক্তিভিত্তিক পরিচালক মোঃ মোয়াজ্জেমের চুক্তির অবসান ঘটানো হয়েছে।

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

প্রশ্নপত্র ফাঁসের *(প্রথম পাতার পর)*

জানা গেছে, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস সক্রান্ত খবরের প্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন ভিসি প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশ্নপত্র বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছাড়াও বিভাগের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মেজবাহ উদ্দিন, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ষ্ডারেট শাখার প্রধান সৈয়দা সায়েদা সুলতানা (অনার্স পার্ট-২), সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তায়েহিদ জামিল শিপু, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রফিকুল আকবরসহ কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে বদলি আতঙ্ক বিরাজ করছে।

এছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ঘটনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. ফকির রফিকুল আলমকে আহ্বায়ক এবং ভারপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান ড. হারুনুর রশিদকে সদস্য করে তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার পুনর্গঠন করা হয়েছে।